27

দৈনিক বাংলা

তারিখ 2 2 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

ভুয়া পরীক্ষার্থী

বেকার সমস্যার চাপ কিছু বেশী হলে বিচিত্র সব পেশার উদ্ভব আপনিই হয়, একথা ঠিক। পুরোনো ভিক্ষাও পেশা হতে পারে আবার নতুন কোন পেশা উদ্ভাবনও করা যায়। পত্রিকান্তরের রিপোর্টে জানা যায়—এক শ্রেণীর তরুণ এখন অর্থের বিনিময়ে অন্যের পরীক্ষা দেবার পেশা বেছে নিয়েছে। প্রচলিত বিশেষণের প্রয়োগে এদের বলা হচ্ছে—ভুয়া পরীক্ষার্থী। চলতি শিক্ষাবর্ষে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ভুয়া পরীক্ষার্থীদের হিড়িক পড়েছে। গত ছয়দিনে ৩টি অনুষদের ভর্তি পরীক্ষায় মোট ৫৫ জন ভুয়া পরীক্ষার্থী ধরা পড়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায়ও এবার ১৩ জন ভুয়া পরীক্ষার্থী ধরা পড়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে অধিকাংশ ভুয়া পরীক্ষার্থীই কোন না কোন কোচিং সেন্টারের সঙ্গে জড়িত এবং এরা বুয়েট, মেডিক্যাল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

আমাদের দেশের পরীক্ষায় নকল হয়। ভুয়া পরীক্ষার্থীর ঘটনা এমন ব্যাপক হারে না হলেও আগেও হয়েছে। ভুয়া পরীক্ষার্থী জোগাড় করা নকলেরই বলিষ্ঠ বা বিকশিত রূপ। দুইয়ের লক্ষ্য একই–সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় যেনতেনভাবে উৎরে যাওয়া। আমরা নকল করার মত ভুয়া পরীক্ষার্থী আনার ঘটনার তীব্র নিন্দা করি। প্রায় চব্বিশ বছর ধরে আমরা এবং আরও অনেকে পরীক্ষায় গৃহীত এইসব কারচুপির নিন্দা জানিয়ে আসছি। কিন্তু পরিস্থিতি প্রায় অপরিবর্তিত থেকে গেছে–এটা অস্বীকার করা যাবে না।

একতরফাভাবে পরীক্ষার্থীদের বা ভুয়া পরীক্ষার্থীদের ওপর দোষ চাপালে ল্যাঠা চুকে যায়—একথা ঠিক। কিন্তু তাতে খুব লাভ হবে না। আমরা মনে করি পরিস্থিতির সত্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ হওয়া উচিত। এরকম বিশ্লেষণে ওই পরীক্ষার্থী এবং ভুয়া পরীক্ষার্থী উভয়েই পরিস্থিতির শিকার বলে প্রতীয়মাণ হতে পারে। এ ধরনের কাজ ঝুঁকিপূর্ণ বলেই আমরা জানি। পরীক্ষার্থীরা নিতান্ত মরিয়া হয়েই এ ঝুঁকি নিয়েছে কিনা সে প্রশ্ন উঠতে পারে। দিন দিন ভর্তি সংকট যেমন তীব্র হচ্ছে তাতে অনেক শিক্ষার্থী যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোথাও ভর্তি হতে পারে না। কোথাও ভর্তি হতে না পারার অর্থ একজনের কেরিয়ার নষ্ট হয়ে যাওয়া, জীবনের আশা–আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হওয়া। একজন তরুণের জন্য এই কঠিন বাস্তবতা মেনে নেয়া কষ্টকর। এই গরীব দেশে অর্থের বিনিময়ে পরীক্ষার্থী জোগাড় করাও সম্ভব।

অন্যায়কে আমরা সমর্থন করি না। ভুয়া পরীক্ষার্থীরা অপরাধী। যারা তাদের সংগ্রহ করেছে তারাও অপরাধী। তারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে। তবে ভর্তি–ব্যবস্থা ও শিক্ষা–ব্যবস্থার সংস্কার ও সম্প্রসারণ না হলে এ ধরনের অন্যায় যে আরও ঘটবে না একথাও বলা যাবে না। উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির সুযোগ আরও উদার ও উন্মুক্ত করতে হবে। প্রচলিত ব্যবস্থা সঠিক নয়।